প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

১.০ পটভূমিঃ

মানবশিশুর সুপ্ত প্রতিভা বিকশে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সনে ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১,৫৭,৭২৪ জন প্রাথমিক শিক্ষকের চাকুরি জাতীয়করণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক দায়িত্ব সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের উপর এবং তা বিবেচনায় প্রাথমিক শিক্ষাকে সাংবিধানিকভাবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন যুগোপযোগী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বিশেষকরে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেট ও ৭টি প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। মানসম্মত শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, আইসিটি সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, ওয়াশব্লক নির্মাণ ও নলকূপ স্থাপন, আসবাবপত্র প্রদান, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান, স্লিপ-ইউপেপ কার্যক্রমের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণ, পদসৃষ্টিসহ শিক্ষক নিয়োগ, পরিদর্শন ও তত্বাবধান কার্যক্রম জোরদারকরণের জন্য মাঠপর্যায়ে যানবাহন সরবরাহকরণ, দেশব্যাপী বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন, শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ বিভিন্ন বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

১.১ রূপকল্প (Vision):

সকল শিশুর জন্য সমতাভিত্তিক ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission):

প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে সকল শিশুর জন্য সমতাভিত্তিক ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ

১.৩ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোঃ

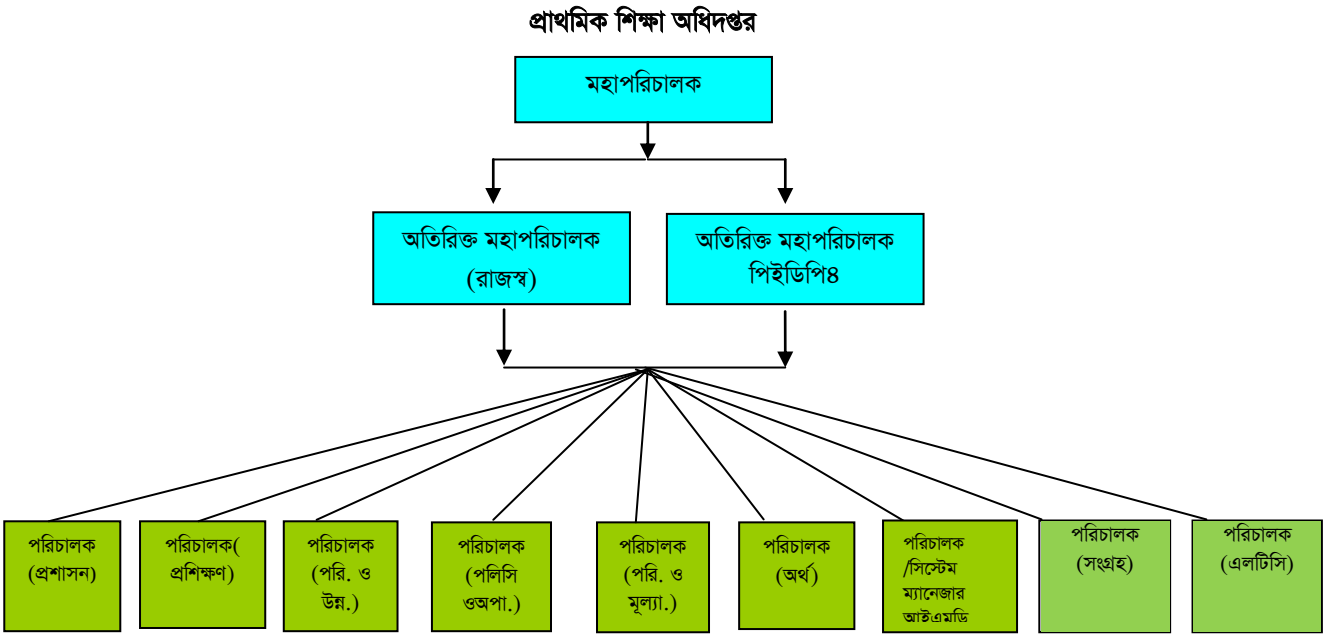

প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন বছরের অগ্রগতি বিষয়ে তুলনামূলক চিত্রঃ

নির্দেশক		এপিএসসি	এপিএসসি	এপিএসসি	এপিএসসি
		২০১০	২০১৬	২০১৭	২০১৮
1. No. of schools covered by APSC		৭৮,৬৮৫	১২৬,৬১৫	১,৩৩,৯০১	১৩৪১৪৭
2. Total Teachers	পুরুষ	২০০,৭৪৩	২১৭,৭৯৮	২২২১৩৮	২৫৮৭৫১
	মহিলা	১৯৪,৫৩৮	৩৩০,৪০৩	৩৫১৮৬৩	৪২৬৬৪৯
	মোট	**৩৯৫,২৮১**	**৫৪৮,২০১**	**৫৭৪০০১**	**৬৮৫৪০০**
3. Total Enroled Students (Grade I-V)	বালক	৮,৪৭৩,৯৬১	৯,২২৭,৫৮০	৮৫০৮০৩৮	৮,৫৩৯,০৬৭
	বালিকা	৮,৫৬৩,১৩৩	৯,৩৭৫,৪০৮	৮৭৪৩৩১২	৮,৭৯৯,০৩৩
	মোট	**১৬,৯৫৭,৮৯৪**	**১৮,৬০২,৯৮৮**	**১৭,২৫১,৩৫০**	**১৭,৩৩৮,১০০**
4. Total Pre-primary Enrolment	বালক	৬২৭,৫২০	১,৫৬৯,৯৩৭	১৮৪১২৪২	১৭৯২৫৫৯
	বালিকা	৫৯৫,০৭৭	১,৫৫৯,৫৯৮	১৮২৬৬০৯	১৭৮৫৮২৫
	মোট	**১,২২২,৫৯৭**	**৩,১২৯,৫৩৫**	**৩৬৬৭৮৫১**	**৩৫৭৮৩৮৪**
5. Total Enrolment (All Grade)	বালক	৯১০১৪৮১	১০৭৯৭৫১৭	১০৩৪৯২৮০	১০৩৩১৬২৬
	বালিকা	৯১৫৮২১০	১০৯৩৫০০৬	১০৫৬৯৯২১	১০৫৮৪৮৫৮
	মোট	**১৮২৫৯৬৯১**	**২১৭৩২৫২৩**	**২০৯১৯২০১**	**২০৯১৬৪৮৪**
6. Gross Intake Rate - GIR (%)	বালক	১১৫.৪	১১০.৭	১০৭	**১০৯.০৭**
	বালিকা	১১৮.৫	১১৩.৭	১১২.৬	**১১৫.৫৭**
	মোট	**১১৬.৯**	**১১২.২**	**১০৯.৮**	**১১২.৩২**
7. Net Intake Rate- NIR (%)	বালক	৯৮.৮	৯৭.৬২	৯৬.৬	**৯৫.৯৯**
	বালিকা	৯৯.৫	৯৮.২৭	৯৯.৩	**৯৭.০০**
	মোট	**৯৯.১**	**৯৭.৯৪**	**৯৭.৯৩**	**৯৬.৪৮**
8. Gross Enrolment Rate- GER (%)	বালক	১০৩.২	১০৯.৩২	১০৮.১	**১১০.৩২**
	বালিকা	১১২.৪	১১৫.০২	১১৫.৪	**১১৮.৩০**
	মোট	**১০৭.৭**	**১১২.১২**	**১১১.৭**	**১১৪.২৩**
9. Net Enrolment Rate – NER (%)	বালক	৯২.২	৯৭.১	৯৭.৬৬	**৯৭.৫৫**
	বালিকা	৯৭.৬	৯৮.৮২	৯৮.২৯	**৯৮.১৬**
	মোট	**৯৪.৮**	**৯৭.৯৬**	**৯৭.৯৭**	**৯৭.৮৫**
10. Cycle Dropout Rate (%)	বালক	৪০.৩	২২.৩	২১.৭	২১.৪৪
	বালিকা	৩৯.৩	১৬.১	১৫.৯	১৫.৬৯
	মোট	**৩৯.৮**	**১৯.২**	**১৮.৮**	**১৮.৬**
11. Survival Rate (%)	বালক	৬৫.৯	৭৮.৬	৮১.৩	৮০.৯৩
	বালিকা	৬৮.৬	৮৫.৪	৮৫.৪	৮৭.৭৩
	মোট	**৬৭.২**	**৮২.১**	**৮৩.৩**	**৮৩.৫৩**
12. Coefficient of Efficiency	বালক	৬২.৮	৭৮.৭	৮০.২	৮০.৮১
	বালিকা	৬১.৮	৮৩	৮৩.৪	৮৩.৬২
	মোট	**৬২.২**	**৮০.৯**	**৮১.৯**	**৮২.২১**
13. Cycle Completion Rate (Grade I-V) (%)	বালক	৫৯.৭	৭৭.৭	৭৮.২৮	৭৮.৫৬
	বালিকা	৬০.৭	৮৩.৯	৮৪.০৮	৮৪.৩১
	মোট	**৬০.২**	**৮০.৮**	**৮১.২**	**৮১.৪**
14. Repetition Rate (%)	বালক	১২.৮	৬.৪	৬.২	৫.৮
	বালিকা	১২.৪	৫.৮	৫.১	৫.০
	মোট	**১২.৬**	**৬.১**	**৫.৬**	**৫.৪**
15 PECE Pass Rate	**মোট**	**৯২.৩**	**৯৮.৫১**	**৯৫.১৮**	**৯৭.৫৯**
16. Year Inputs Per Graduate	বালক	৮	৬.৩	৬.২৩	৬.১৯
	বালিকা	৮.১	৬	৫.৯৯	৫.৯৮
	মোট	**৮**	**৬.১৮**	**৬.১**	**৬.০৮**

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী সংক্রান্ত তথ্য (এপিএসসি-২০১৮)

SL.	বিদ্যালয়ের ধরণ	বিদ্যালয় সংখ্যা	শিক্ষক				শিক্ষার্থী			
			পরুষ	মহিলা	মোট	% মহিলা	বালক	বালিকা	মোট	% বালিকা
1	GPS	৩৮৯১৬	৭৫৫৮৬	১৬০৭৩২	২৩৬৩১৮	৬৮.০২	৪৪২৭৪৭৯	৪৫০৫১৩৩	৮৯৩২৬১২	৫০.৪৩
2	NNPS	২৬৬১৩	৪৯৪৭১	৬৩০৭৮	১১২৫৪৯	৫৬.০৪	১৯৯৭৩৩৭	২১০৪৭৭৪	৪১০২১১১	৫১.৩১
3	NRNGPS	৪৫৭০	৬১২৭	১২৭৮৮	১৮৯১৫	৬৭.৬১	১৬৭৭১৫	১৬৮৮৪৪	৩৩৬৫৫৯	৫০.১৭
4	Experimental School	৬৪	৪৩	৩০৭	৩৫০	৮৭.৭১	৫৫৮২	৫৮৭৮	১১৪৬০	৫১.২৯
5	Community School (CS)	১৩৪	১২১	৩৯৬	৫১৭	৭৬.৬০	৭২৪৮	৭৪৮২	১৪৭৩০	৫০.৭৯
6	ROSC chool	৪৭৫৫	৮৩৮	৪০৫৮	৪৮৯৬	৮২.৮৮	৪৯১০৯	৫০০৭৫	৯৯১৮৪	৫০.৪৯
7	Sishu Kollyan Shool (SK)	২৯৩	৩৭৩	৮২০	১১৯৩	৬৮.৭৩	১৬৬৮৬	১৬৯০১	৩৩৫৮৭	৫০.৩২
8	HMAEb	৭১৯৬	১৩৮৫২	২৭১৪	১৬৫৬৬	১৬.৩৮	৩৭২৫৯৪	৪৪৩৫৫৮	৮১৬১৫২	৫৪.৩৫
9	(HSAP)	১৮৯৩	৮১৪২	১০৩৬৬	১৮৫০৮	৫৬.০১	২৭৩৮৪৭	২৮৫৬০৫	৫৫৯৪৫২	৫১.০৫
10	EbM	৫১৬৪	৯৮৭৬	৩৫৪৬	১৩৪২২	২৬.৪২	১৭৯৯৩৯	১৬৮৯৯৭	৩৪৮৯৩৬	৪৮.৪৩
11	KG	২৪৩৬৩	৮৭৮৯৭	১৩৬৯৭৬	২২৪৮৭৩	৬০.৯১	৬৫৩৬৭২	৬২৭৩৩৩	১২৮১০০৫	৪৮.৯৭
12	NGO Schools	৫১৫৬	২৬৯১	১০১২৫	১২৮১৬	৭৯.০০	১০৬১১১	১২১০২০	২২৭১৩১	৫৩.২৮
13	BRAC	১০৩১৮	৫৫৬	১৩২৩৪	১৩৭৯০	৯৫.৯৭	১৬৭৯৮৫	১৭৮৫৮২	৩৪৬৫৬৭	৫১.৫৩
14	Other NGO LC	২৩০১	৩৬৭	২৮৮১	৩২৪৮	৮৮.৭০	৪৮৪৪৪	৫১৫৬৮	১০০০১২	৫১.৫৬
15	Others [1]	২৪১১	২৮০৯	৪৬৩০	৭৪৩৯	৬০.৬৭	৬৫৩১৯	৬৩২৮৩	১২৮৬০২	৪৯.২১
Total		**১৩৪১৪৭**	**২৫৮৭৪৯**	**৪২৬৬৫১**	**৬৮৫৪০০**	**৬২.২৫**	**৮৫৩৯০৬৭**	**৮৭৯৯০৩৩**	**১৭৩৩৮১০০**	**৫০.৭৫**

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যঃ

SL.	বিদ্যালয়ের ধরণ	প্রাক-প্রাথমিকে শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী			
		বালক	বালিকা	মোট	% বালিকা
1	GPS	৫৬১২৬২	৫৭৩৫২৬	১১৩৪৭৮৮	৫০.৫৪
2	NNPS	২৭৬৩৪০	২৭৯৬৪৫	৫৫৫৯৮৫	৫০.৩
3	RNGPS	৩১৯৫	৩২২০	৬৪১৫	৫০.১৯
4	NRNGPS	৪৩৬৯৪	৪৩৫৮১	৮৭২৭৫	৪৯.৯৪
5	Experimental School	৯৩২	৯০৩	১৮৩৫	৪৯.২১
6	EbM	১৮৬১১	১৭২৩৮	৩৫৮৪৯	৪৮.০৯
7	KG	৫৭২৭১৬	৫২৮৬৮৮	১১০১৪০৪	৪৮
8	NGO School	৭২০৮৯	৭৫৯৫৩	১৪৮০৪২	৫১.৩১
9	Community	১৪৩৩	১৪৯৬	২৯২৯	৫১.০৮
10	Attached To High Madrasa	১৫৪০২	১৪৮০৫	৩০২০৭	৪৯.০১
11	Primary Sections Of High Schools	৩৮৫৪৫	৪০২২৭	৭৮৭৭২	৫১.০৭
12	Brac	১৩০৫৬১	১৪৮২০৯	২৭৮৭৭০	৫৩.১৭
13	SK Primary School	২৪৩৫	২৪৪৫	৪৮৮০	৫০.১
14	Mosque Based Education Center	৫৫০৯	৫৩৯৫	১০৯০৪	৪৯.৪৮
15	Temple Based Education Center	১২৩৫৭	১২৮১০	২৫১৬৭	৫০.৯
16	Social Welfare Based School	১৫৭৪	১৫০১	৩০৭৫	৪৮.৮১
17	Other NGO Centers	১৮৬৯৪	১৯৩০৭	৩৮০০১	৫০.৮১
18	Hilly Parisad Directed School	২১৫৩	২১০৪	৪২৫৭	৪৯.৪২
19	Others [2]	১৫০৫৭	১৪৬৫৬	২৯৬০৫	৪৯.৫১
	Total	**১৭৯২৫৫৯**	**১৭৮৫৮২৫**	**৩৫৭৮৩৮৪**	**৪৯.৯১**

২. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রমঃ

(ক) প্রশাসন বিভাগঃ

১। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা

২০০৯ সাল হতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা চালু হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা প্রতি বছর সারাদেশে একযোগে নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের বাইরে ৮টি দেশের ১২ টি কেন্দ্রসহ সারা দেশে ৭৪১০টি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০১৮ সালে বিভিন্ন ধরণের ১০৩৯৪৮টি (এক লক্ষ তিন হাজার নয়শত আটচল্লিশ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণির ২৭,৭৬,৮৮২জন (সাতাশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার আটশত বিরাশি) ছাত্রছাত্রী তালিকাভূক্ত হয়। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৮ এ অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৬,৫২,৮৯৬জন (ছাব্বিশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার আটশত ছিয়ানব্বই) এবং পাশের হার ৯৭.৫৯%।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের প্রাথমিক বৃত্তি প্রদান করা হয়। প্রাথমিক বৃত্তি দু'ধরণের- (ক) ট্যালেন্টপুল এবং (খ) সাধারণ। ২০১৫ সাল হতে প্রাথমিক বৃত্তিপ্রাপ্তদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৮২,৫০০ তে উত্তীর্ণ হয়েছে। তন্মধ্যে ট্যালেন্টপুল এ বৃত্তিপ্রাপ্তদের সংখ্যা ৩৩,০০০ এবং সাধারণ গ্রেড এ বৃত্তিপ্রাপ্তদের সংখ্যা ৪৯,৫০০। ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের প্রতি মাসে ৩০০/- (তিনশত) টাকা এবং এককালীন ২২৫/- (দুইশত পঁচিশ) টাকা প্রদান করা হয়। তাছাড়া সাধারণ গ্রেড এ বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের প্রতি মাসে ২২৫/- (দুইশত পঁচিশ) টাকা এবং এককালীন ২২৫/- (দুইশত পঁচিশ) টাকা প্রদান করা হয়।

২। বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টঃ

'সুস্থ দেহে সুস্থ মন' এ মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়ে শরীরচর্চা, কাবিং কার্যক্রম, ফুটবল, ক্রিকেট ও অন্যান্য খেলাধুলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ে শতভাগ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি, ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষার মান বৃদ্ধি এবং স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকল্পে লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, প্রতিযোগীতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহিষ্ণুতা, মনোবল বৃদ্ধিসহ প্রতিযোগী মনোভাব গড়ে তোলার উদ্দ্যেশ্যে ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে ২০১০ সালে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু করা হয়।

সারা দেশের ৬৫৭৯৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এই ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে। ইউনিয়ন/পৌরসভা পর্যায়ে শুরু এই টুর্নামেন্টের ইউনিয়ন/পৌরসভা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দলগুলো উপজেলা পর্যায়ে, উপজেলা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দল জেলা পর্যায়ে, জেলা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দল বিভাগীয় পর্যায়ে এবং বিভাগীয় পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দল জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত খেলায় অংশগ্রহণ করে।

জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী সকল খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে ট্রাকস্যুট, মোজা ও কেডস, ক্যাপ এবং খেলোয়াড়দেরকে খেলায় জার্সি দেওয়া হয়। জাতীয় পর্যায়ের প্রতিটি খেলায় অংশগ্রহণকারী দলের প্রতিটি দলের খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে মেডেল দেওয়া হয়। জাতীয় পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দলের সকল খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে ১৫,০০০/- টাকা করে নগদ অর্থ পুরস্কার এবং বিজয়ী দলকে ৩,০০,০০০.০০ (তিন লক্ষ) টাকার প্রাইজ মানি ও ট্রফি দেওয়া হয়। রানার আপ দলের সকল খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে ১০,০০০/- টাকা করে নগদ অর্থ পুরস্কার এবং বিজয়ী দলকে ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকার প্রাইজ মানি ও ট্রফি দেওয়া হয়। ৩য় স্থান অধিকারী দলের সকল খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে ৭,৫০০/- টাকা করে নগদ অর্থ পুরস্কার এবং বিজয়ী দলকে ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকার প্রাইজ মানি ও ট্রফি দেওয়া হয়। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় ও সর্বোচ্চ গোলদাতাকে ৩০,০০০/- টাকা করে নগদ অর্থ পুরস্কার এবং ট্রফি প্রদান করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী ১৬টি দলকে সরকারী অর্থে ঢাকায় আবাসন, খাবার এবং যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়।

৩। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টঃ

২০১০ সনের বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ধারাবাহিকতায় ২০১১ সাল থেকে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু করা হয়। সারাদেশের ৬৫৭০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়এই ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে। ইউনিয়ন/পৌরসভা পর্যায়ে শুরু এই টুর্নামেন্টের ইউনিয়ন/পৌরসভা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দলগুলো উপজেলা পর্যায়ে, উপজেলা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দল জেলা পর্যায়ে, জেলা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দল বিভাগীয় পর্যায়ে এবং বিভাগীয় পর্যায়ের চ্যম্পিয়ন দল জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত খেলায় অংশগ্রহণ করে।

জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী সকল খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে ট্রাকস্যুট, মোজা ও কেডস, ক্যাপ এবং খেলোয়াড়দেরকে খেলায় জার্সি দেওয়া হয়। জাতীয় পর্যায়ের প্রতিটি খেলায় অংশগ্রহণকারী দলের প্রতিটি দলের খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে মেডেল দেওয়া হয়। জাতীয় পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দলের সকল খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে ১৫,০০০/- টাকা করে নগদ অর্থ পুরস্কার এবং বিজয়ী দলকে ৩,০০,০০০.০০ (তিন লক্ষ) টাকার প্রাইজ মানি ও ট্রফি দেওয়া হয়। রানার আপ দলের সকল খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে ১০,০০০/- টাকা করে নগদ অর্থ পুরস্কার এবং বিজয়ী দলকে ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকার প্রাইজ মানি ও ট্রফি দেওয়া হয়। ৩য় স্থান অধিকারী দলের সকল খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে ৭,৫০০/- টাকা করে নগদ অর্থ পুরস্কার এবং বিজয়ী দলকে ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকার প্রাইজ মানি ও ট্রফি দেওয়া হয়। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় ও সর্বোচ্চ গোলদাতাকে ৩০,০০০/- টাকা করে নগদ অর্থ পুরস্কার এবং ট্রফি প্রদান করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী ১৬টি দলকে সরকারী অর্থে ঢাকায় আবাসন, খাবার এবং যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়।

৪। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহঃ

প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে রয়েছে বিপুল সংখ্যক শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী । তাঁদের কাজের গুণগত মান উন্নয়ন এবং দক্ষতার মান বিচারে তাদেরকে যথোপযুক্ত স্বীকৃতি প্রদান করা প্রয়োজন । এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রতি বছর জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন করা হয় । এ শিক্ষা সপ্তাহের মাধ্যমে উপজেলা/থানা পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী শিক্ষক, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্মচারী এবং কর্মকর্তাকে পদক, প্রাইজমানি হিসেবে নগদ অর্থ ও সনদ প্রদান করা হয় । জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের উদ্বোধনী দিবসে মহামন্য রাষ্ট্রপতি অথবা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ের পুরস্কার প্রদানের ফলে এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সংশ্লিষ্টদের মাঝে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার সৃষ্টি হয় ।

৫। প্রাথমিক শিক্ষায় উদ্ভাবন ও শুদ্ধাচার চর্চাঃ

মানসম্মত প্রাথমিক নিশ্চিত করা SDG এর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রাথমিক শিক্ষায় ইনোভেশন চর্চা বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান আছে। প্রতিবছর অত্যন্ত জাঁকজমকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কতৃক ইনোভেশন শোকেসিং এবং অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায় থেকে উদ্ভাবনী ধারণা সংগ্রহপূর্বক যাচাই বাছাই করে বাস্তবায়ন করার জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। গত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের ১১৫টি ইনোভেশন ধারণার মধ্যে ৩ ইনোভেশন আইডিয়া বিভাগীয় ও ৩ টি জেলা পর্যায়ে এবং ১ টি ইনোভেশন আইডিয়া জাতীয় পর্যায়ে রেপ্লিকেশন করা হয়।

রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত দপ্তর/ সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে শুদ্ধাচার কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটিগুলো কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক অত্র দপ্তর এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে শুদ্ধাচার বিষয়ক অরিয়েন্টেশন সম্পন্ন করেছে এবং অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করেছে।

৬। ২০১৯ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য (২০১৮-১৯ অর্থবছর):

ক। প্রাথমিক স্তরের (১ম-৫ম শ্রেণির) জন্য সর্বমোট ৯,৮৮,৯৯,৮২৪ টি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে।

খ। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির ৩৪,২৮,০১০ টি আমার বই, ৩৪,২৮,০১০ টি অনুশীলন খাতা মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে।

গ। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রাক-প্রাথমিক পঠন-পাঠন সামগ্রী এবং ১ম-২য় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য (চাকমা, মারমা, গারো, ত্রিপুরা, সাদরি)।

১. আমার বই- ৩৪,৬২২ টি।
২. অনুশীলন খাতা- ৩৪,৬২২ টি।

৩. ১ম শ্রেণির -১,১৮,৯৩৫ টি।
৪. ২য় শ্রেণি-৮৮,৬০৫ টি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করা হয়েছে।
৫. প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি এবং ১ম ও ২য় শ্রেণির নমুনা কপিসহ সর্বমোট ২,৭৭,০৬৮ টি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে।

ঘ। শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগী করার জন্য চার রংয়ের আকর্ষণীয় পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করা হয়। প্রতি বছর ১ জানুয়ারি সারাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি এবং প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বই উৎসব পালনের মাধ্যমে নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হয়। দেশের বাহিরে বিদেশে বাংলাদেশী মিশনে অবস্থিত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও ১ জানুয়ারি বই উৎসব পালন করে থাকে।

৭। জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দিবসসমূহ পালন যেমন- বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, ২১ ফেব্রুয়ারি ও আর্ন্তজাতিক মার্তৃভাষা দিবস, ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এঁর জন্ম দিবস ও ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, আর্ন্তজাতিক সাক্ষরতা দিবস ইত্যাদি। জাতীয় দিবসসমূহের গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং সরকারি নির্দেশনানুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হয়।

(খ) পলিসি ও অপারেশন বিভাগঃ

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা:

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় আনন্দময় পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতকরণ ও উপকরণ ক্রয় বাবদ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৬৪,৯৯৪ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৬৫টি পরীক্ষণ বিদ্যালয়ে ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা) করে মোট ৬৪,৯৯,৪০,০০০/- (চৌষট্টি কোটি নিরানব্বই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা) বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বয়স, সামর্থ্য, মেধা ও গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনায় রেখে আকর্ষণীয়, উপভোগ্য, চিত্তাকর্ষক ও শিশুতোষভাবে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দুই বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

একীভূত শিক্ষা:

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুসহ সকল শিশুদের মূলধারায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা নিশ্চিতকল্পে মাঠপর্যায়ে প্রতিবন্ধিতা সহায়ক উপকরণ (হুইল চেয়ার, ক্রাচ, শ্রবণযন্ত্র, চশমা ইত্যাদি) ক্রয় ও বিতরণের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিটি উপজেলায় চাহিদার ভিত্তিতে মোট ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। অটিজম ও এনডিডিসহ বিশেষ চাহিদসম্পন্ন শিশুদের মূলধারায় সম্পৃক্তরণের লক্ষে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০ টি জেলায় সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। 'National Strategy Action Plan for Neuro-Developmental Disorder (NDDs) 2016-21' বাস্তবায়নের এর আওতায় ৬৪ জেলার ৬৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ২৪০ জন শিক্ষককে অটিজমসহ একীভূত শিক্ষা বিষয়ে ৫ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ঢাকার কেরাণীগঞ্জ উপজেলায় ১৫০ জন শিক্ষক এবং ৭৫০ অংশীজনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মাল্টিলিংগুয়েল এডুকেশন (এমএলই) বাস্তবায়নের আওতায় ৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষায় তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোপূর্বে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকসহ সকল শিখন সামগ্রী প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে।

শিক্ষক নিয়োগ:

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণের জন্য ১৮,০৯১ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ৩৭১৬টি প্রধান শিক্ষকের শূণ্যপদ সরাসরি পূরণের লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পিএসসিতে চাহিদা প্রদান করা হয়েছে যা পূরণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

আন্ত:প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রিড়া ও সংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা:

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আন্ত:প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা পরিচালনা বাবদ ৬৫,৬৯৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যেখানে মোট ১৫টি ইভেন্টে প্রায় এক কোটি ত্রিশ লক্ষ শিক্ষার্থী বিদ্যালয় হতে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত অংশগ্রহণ করে।

(গ) পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ:

এক নজরে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উন্নয়ন কার্যক্রমের বাস্তব অগ্রগতি:

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	বাস্তব অগ্রগতি
১	চাহিদাভিত্তিক শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ	১০,০৩৯ টি
২	ওয়াশব্লক নির্মাণ	২৯২০ টি
৩	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাইনর মেরামত	১১,৯৫৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৪	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রুটিন মেইনটেনেন্স	৪২,৬৬২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৫	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেজর মেরামত	১০২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৬	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাহিদাভিত্তিক খেলার সামগ্রী স্থাপন	৫০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৭	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানির উৎস স্থাপন	৭৫০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৮	ওয়াশব্লকের মেজর মেরামত	১০০০টি
৯	ওয়াশব্লকের রুটিন মেইনটেনেন্স	২৮৫০০টি
১০	ডিডি, ডিপিইও, ইউআরসি ও পিটিআই এ পানি ও পয়ঃনিস্কাশন	৩৩টি অফিস
১১	ডিপিইও, ডিডি অফিসে রুটিন মেইনটেনেন্স	৬৪+৮=৭২ অফিস
১২	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্লিপ ফান্ড	৬৫০০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
১৩	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি ফান্ড	৫২৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অস্থায়ী গৃহ নির্মাণ/ মেরামত-সংস্কার
১৪	প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট (এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি এর আওতায়)	১০০০০ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ এ কার্যক্রম সমন্বয়ের মূল দায়িত্ব পালন করে থাকে। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সরকার বিশেষ করে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন যুগোপযোগী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। বৈষম্যহীন ও উন্নত সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মানসম্মত ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণসহ একীভূত শিক্ষা (ইনক্লুসিভ এডুকেশন) নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের সুষম বণ্টনেরও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে এডুকেশন ইন ইমারজেন্সি এর আওতায় ৫২৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জরুরি অবস্থায় শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে মোট ১০ কোটি টাকা প্রদান করা হয় এবং এ কাজ সরাসরি এসএমসি কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি গাইড লাইনের আলোকে এ টাকার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে অস্থায়ী গৃহনির্মাণ/জরুরি মেরামত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ে বালক-বালিকা উভয়ের জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে উপবৃত্তি কার্যক্রম চালু আছে। বর্তমানে ১ কোটি ৩৭ লক্ষ উপকারভোগী শিক্ষার্থী রয়েছে (লক্ষ্যমাত্রা ১ কোটি ৪০ লক্ষ)। মোবাইল একাউন্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে যা শিক্ষার্থীর মা কিংবা মায়ের অবর্তমানে নিকট স্বজনের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম চালু রয়েছে। এতে প্রায় ৩০ লক্ষ শিক্ষার্থী উপকৃত হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অংশ হিসেবে এ সকল কর্মসূচি প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক

নিয়োগের ক্ষেত্রে ৬০% মহিলা কোটা সংরক্ষিত আছে। বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের মধ্যে প্রায় ৭০% শিক্ষিকা রয়েছেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় ৫১% ছাত্রী। শিক্ষায় সমাজ উদ্বুদ্ধকরণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বর্তমানে বিদ্যালয়ে শিশু ভর্তির হার প্রায় আটানব্বই শতাংশ। শিক্ষার্থী উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ঝরে পড়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়ে ১৮.৬ হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে প্রণীত গাইডলাইনের ভিত্তিতে স্কুল লেভেল ইম্প্রুভমেন্ট প্ল্যান (SLIP) এবং উপজেলা প্রাইমারী এডুকেশন প্ল্যান (UPEP) বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে দেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্লিপ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। এ খাতে ৩৭৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। স্লিপ গাইডলাইন ও ইউপেপ গাইডলাইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং স্লিপ গাইডলাইন বিদ্যালয় পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাদের নৈতিক শিক্ষা সম্প্রগারণে কাব-স্কাউটিং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিদ্যালয়গুলোতে এ কার্যক্রম চালু রয়েছে। স্কুল হেলথ কার্যক্রমের আওতায় স্বাস্থ্য বিষয়ে বছরে দু-বার শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। প্রতিবছর দেশব্যাপী উন্নয়ন মেলা আয়োজন করা হয়ে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের সকল স্তরের দপ্তরসমূহ এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরেও উন্নয়ন মেলায় প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। অক্টোবর ২০১৮ মাসে অনুষ্ঠিত চতুর্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্টলটি জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ স্টলের পুরস্কার লাভ করে। প্রাথমিক শিক্ষার সকলস্তরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও SDG এর সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।

২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত বাস্তবায়নের জন্য চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিভিন্ন বিষয় পিইডিপি-৪ এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পিইডিপি-৪ এর আওতায় ০৩টি মূল কম্পোনেন্ট এর অধীনে ২১টি সাব কম্পোনেন্ট বাস্তবায়িত হবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হচ্ছে বিদ্যালয়ে চাহিদা ভিত্তিক ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, পানীয় জলের জন্য নলকূপ স্থাপন ও ওয়াশব্লক নির্মাণ, বিদ্যালয় ও উপজেলা ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত উপকরণ/ সামগ্রী প্রদান, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সরবরাহকরণ, প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ ইত্যাদি। সার্বিকভাবে বলা যায়, বিগত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরকারের বাজেট অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

স্লিপ (SLIP) কার্যক্রমঃ

প্রাথমিক শিক্ষায় মাঠপর্যায়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণের অন্যতম হাতিয়ার হলো স্লিপ কার্যক্রম। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পিইডিপি৪ এর আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা বিবেচনায় ৪টি ক্যাটাগরিতে বিদ্যালয় প্রতি ৫০ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্লিপ গ্র্যান্ট হিসেবে অর্থ প্রদান করা হয়।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিঃ

প্রথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এ কার্যক্রমের আওতায় প্রায় ১ কোটি ৩৭ লক্ষ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচির আওতায় প্রয় ৩০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে প্রতি স্কুল দিবসে উচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন বিস্কুট প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, ২০১৮ শিক্ষা বর্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রস্ক প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৮০ হাজার শিক্ষার্থী বিভিন্ন শিক্ষা সামগ্রী ও উপকরণ পেয়েছে।

(ঘ) প্রশিক্ষণ বিভাগঃ

পিইডিপি ৪ এর আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এওপিভিত্তিক প্রশিক্ষণ বিভাগের কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি৪) এর আওতায় প্রশিক্ষণ বিভাগ কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মকর্তা-শিক্ষকগণের বিভিন্ন প্রকার দেশীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের শিক্ষক,কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণের বিস্তরণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রশিক্ষণ বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। পিইডিপি৪ এর আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের মধ্যে প্রধান শিক্ষকদের লিডারশীপ প্রশিক্ষণ, কর্মকর্তাদের একাডেমিক সুপারভিশন প্রশিক্ষণ, ইনডাকশন ট্রেনিং ফর নিউলি রিক্রুটেড এ্যাসিসটেন্ট টিচার, ইনডাকশন ট্রেনিং ফর প্রি-প্রাইমারী টিচার, শিক্ষকদের আইসিটি ইন এডুকেশন ট্রেনিং, Competency Based Test Items Development, Marking and Administration ট্রেনিং, সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষকদের ডিপিএড বিষয়ে বেসিক প্রশিক্ষণ অন্যতম।

পিইডিপি৪ এর আওতায় মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন এবং ডিজিটাল কন্টেন্ট এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিকট পাঠদানকে সহজতর করার লক্ষ্যে আইসিটি ইন এডুকেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নবনিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকগণকে তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য চাকুরীর শুরুতে ইনডাকশন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাকুরিকালীন দায়িত্ব এবং পাঠদান কার্যক্রম সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করা হয়। মার্কার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ, উত্তরপত্র যথাযথভাবে মূল্যায়ন এবং প্রশ্নপত্র কিভাবে প্রণয়ন করতে হয় তা অবহিত করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান অর্জনে একাডেমিক সুপারভিশনের কোন বিকল্প নেই। মাঠ পর্যায়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং ইন্সট্রাক্টর ও সহকারী ইন্সট্রাক্টর (উপজেলা রিসোর্স সেন্টার) শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও একাডেমিক সুপারভিশন করে থাকেন। সর্বোপরি প্রধান শিক্ষকগণ নিজ বিদ্যালয় পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও একাডেমিক সুপারভিশন করে থাকেন। এ প্রেক্ষিতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭২০ জন কর্মকর্তাকে একাডেমিক সুপারভিশন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

উপজেলা, জেলা, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও কর্মকর্তা নির্বাচন করা হয়ে থাকে। Modern School Management Practice বিষয়ে নির্বাচিত শিক্ষক ও কর্মকর্তাগণের মধ্য হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮৭৫ জনকে ৭ দিন ব্যাপী বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৬৭টি পিটিআইতে ডিপিএড কোর্সে অধ্যয়নরত ২টি সময়কালে ১১৯৭০ জন প্রশিক্ষণার্থী বেসিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। ১৪৫৩৬ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান। উক্ত প্রশিক্ষণ বাবদ ৭২২০.৩৬ (লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

উপজেলা রিসোর্স সেন্টার এবং সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সহযোগে নিড বেইজড পুস্তিকা তৈরিপূর্বক শিক্ষকগণের ধারাবাহিক পেশাগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। যা প্রত্যেক শিক্ষককে শ্রেণি পাঠদান উপস্থাপন এবং শিখন ফল অর্জনে সহায়তা করে।

পিইডিপি ৪ এর আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এওপিভিত্তিক প্রশিক্ষণ বিভাগের কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

এওপি নম্বর	কার্যক্রমের নাম	আরএওপি এ বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ (লক্ষ) টাকা	ব্যয়িত টাকা	মন্তব্য
032	DPEd 2nd Shift Allowance	২৯৮.৫০	১০৪.১৭৬	কার্যক্রম সম্পন্ন
033	Diploma in Primary Education (DPEd) Stipend	৭২২১.০০	৭২২০.৩৬	কার্যক্রম সম্পন্ন
042	Induction Training for newly recruited Assistant Teachers	১৪০০.০০	১৩৯৭.৩০	প্রশিক্ষণ সম্পন্ন
043	Induction Training for newly recruited Pre-Primary Teachers	১০০০.০০	৯৯৮.৪৪	প্রশিক্ষণ সম্পন্ন ।
044	Need based sub-cluster	৪৯৫০.০০		সময় স্বল্পতার

এওপি নম্বর	কার্যক্রমের নাম	আরএওপি এ বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ (লক্ষ) টাকা	ব্যয়িত টাকা	মন্তব্য
	training for all Teachers		৩৩৮৫.৮০	কারণে তৃতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ হয়নি
045	ICT in education Training for School Teachers	৪০০০.০০	৩৯৯৪.০৬	প্রশিক্ষণ সম্পন্ন।
046	Leadership training for Head Teachers	১৩০০.০০	১২৯১.৪৯	প্রশিক্ষণ সম্পন্ন ।
049	Overseas training/visits	২৫.৫০		
050	Academic Supervision training for AUEO/ATEO	১০৩.৬০	১০১.৪৯	প্রশিক্ষণ সম্পন্ন।
051	Overseas One Year Master's Degree	২৫০.০০	১৮৮.৪৮	প্রশিক্ষণ সম্পন্ন।
076	Competency Based Test Items Development, Marking & Test Administration	২০০০.০০	১৯৯৯.০৬	প্রশিক্ষণ সম্পন্ন।
040	CPD Framework Development Study	৫০.০০	৪৪.৪৫	কার্যক্রম সম্পন্ন

(ঙ) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নঃ

পরিদর্শন এবং ই-মনিটরিং ও ই-প্রাইমারী স্কুল সিস্টেমঃ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-১৯ অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে ই মনিটরিং ও ই-প্রাইমারী স্কুল সিস্টেম বাস্তবায়িত হয়েছে। পরিদর্শন কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করার লক্ষ্যে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থায় ই-মনিটরিং ও ই-প্রাইমারী স্কুল সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়েছে যা একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ পরিদর্শন ই-মনিটরিং এ্যাপস্ এর মাধ্যমে সম্পন্ন করেছেন। মাঠ পর্যায়ের প্রত্যেক পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাকে ই-মনিটরিং এ্যাপস্ এর মাধ্যমে বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য স্মার্ট ডিভাইস ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ডিভাইসসমূহ মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক ঢাকা মহানগরীকে পেপারলেস পরিদর্শন ঘোষণা করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর কর্মকর্তাগণ অনলাইনে শতভাগ বিদ্যালয় পরিদর্শন করছেন।

বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি (Annual Primary School Census) ও বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (Annual Sector Performance Report):

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে প্রতিবছর বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি (APSC) প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এটি প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা। ২০১৮ সালেও বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারির তথ্য গবেষণালব্ধ ও পরিকল্পনার কাজে ব্যবহৃত হয় বিধায় দেশের সকল ক্যাটাগরির প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষক সংখ্যা, শিক্ষার্থী সংখ্যা, ভূমির তথ্য, স্যানিটেশন ও ওয়াশ-ব্লকসহ পানীয় জলের ব্যবস্থা, স্লিপ অনুদান ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, বই বিতরণ, উপবৃত্তি প্রদান, ক্যাচমেন্ট এলাকার শুমারিকৃত শিশুদের তথ্য ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয় সকল তথ্য যেমন: GER, NER, Cycle Dropout Rate, Survival Rate, Repetition Rate, Attendance Rate, Absenteeism Rate, GPI (GER), GPI (NER), Year inputs per graduate সন্নিবেশিত করে প্রতিবছর APSC প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়, তাই এটিকে প্রাথমিক শিক্ষার দর্পন (Mirror) বলা যেতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন হচ্ছে বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন বা Annual Sector Performance Report (ASPR). যা প্রতিবছর প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়ে থাকে। উক্ত প্রতিবেদন প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত মানোন্নয়নে বিভিন্ন সূচক যেমন: PSQL (Book distribution, SLIP grant, Assistant Teachers and Sub-Cluster training) এবং KPI (Primary education completion examination, Out of school children (boys and girls), Gender Parity Index of GER, GER (EFAs), NER (EFAs) প্রভৃতি পরিমাপ করা হয়ে থাকে। এ সকল সূচকের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (Annual Sector Performance Report) প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম, যা এ বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

(চ) অর্থ বিভাগ:

অর্থ বিভাগের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতের এবং চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি৪) এর বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন এবং নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

২০১৮-১৯ আথিক বছরের বাজেট iBAS++ এর মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং উক্ত সিস্টেমের মাধ্যমেই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের অনুকুলে বরাদ্দ প্রেরণ করে হিসাব রক্ষণ অফিসের মাধ্যমে বিল পাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। iBAS++ কর্তৃক জেনারেটকৃত আর্থিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই ২০১৮-১৯ আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এবং পরিচালিত Online Accounting Information System (DPE AIS) কে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত নতুন আর্থিক কোড অনুসারে আপডেট করা হয়েছে। DPE AIS এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায় হতে ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরের চাহিদা সংগ্রহ করে সে আলোকে বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের বরাদ্দ প্রেরণের ক্ষেত্রে DPE AIS সিস্টেম ব্যবহার করে বরাদ্দপত্র প্রেরণ এবং ডিডিওগণের মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে বরাদ্দের তথ্য প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আর্থিক বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২ দিনের প্রশিক্ষণেরর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যা ২০১৯-২০ আর্থিক বছর হতে শুরু হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের নিরীক্ষা কার্যক্রম সঠিক এবং দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের আওতায় একটি স্বতন্ত্র অডিট সেল গঠন করা হয়েছে।

(ছ) তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ:

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তথ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ বিভিন্ন দপ্তরে মেশিনারী দ্রব্য প্রদান, মেরামত, প্রতিস্থাপন ইত্যাদি খাতে অর্থ ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো: সমগ্র বাংলাদেশে এ অর্থবছরে বিভিন্ন সরকারি বিদ্যালয়ে ৩৬,৭৪৬টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর এবং ৫১০০০টি সাউন্ড সিস্টেম বিতরণ করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষায় ই-মনিটরিং সিস্টেম সর্বত্র চালু করার লক্ষ্যে ৩৭০০টি ট্যাব ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও তদূর্ধ কর্মকর্তাদের ই-মনিটরিং করার জন্য বিতরণ করা হয়েছে। সারা দেশে এখন ট্যাবের মাধ্যমে ই-মনিটরিং কার্যক্রম চলমান। এছাড়া, ১২টি নতুন পিটিআই এর মধ্যে ১১টিতে আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং পুরাতন ৫৫টি পিটিআই আইসিটি ল্যাবে আরো ১০টি করে নতুন ডেস্কটপ কম্পিউটার ও ২টি করে এসি সরবরাহ করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় সরকারি-বেসরকারি সেবার মানোন্নয়ন ও ডিজিটাল সেবার অগ্রগতি প্রদর্শনের অংশ হিসাবে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭ মেলায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। উক্ত মেলায় অনলাইন সেবা কার্যক্রম যথা: ই-প্রাইমারি স্কুল সিস্টেম, শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ডিজিটাল পদ্ধতি, ই-এপিএসসি,

অনলাইন বই বিতরণ ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনি পরীক্ষা প্রাথমিক বৃত্তির রেজাল্ট অনলাইনে প্রকাশ, অনলাইন একাউন্টিং সিস্টেম সফটওয়ার প্রদর্শন করা হয়।

আইসিটি বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রাথমিকের ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ২১টি বইয়ের ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহারের নিমিত্ত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিজিটাল কন্টেন্ট এর ডিভিডি প্রেরণ করা হয়েছে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহারের জন্য ৬৬টি পিটিআইতে উচ্চ প্রযুক্তি ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার সমৃদ্ধ আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে, ৫৫টি ল্যাবে ৩০টি করে এবং ১১টি ল্যাবে ২০টি করে কম্পিউটার, ১টি করে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর প্রদান করা হয়েছে। ৬০ হাজারের বেশী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে আইসিটি কন্টেন্ট তৈরির বিষয়ে ১২দিন ব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১,৩১,৫৪৪ জন শিক্ষককে বর্তমান শিক্ষক বাতায়নে সংযুক্ত করা হয়েছে।

প্রতি বছর প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রায় ৩৩ লক্ষ ছাত্র/ছাত্রীর ফলাফল প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নিজস্ব ডাটা সেন্টারে সংরক্ষণ করা হয় এবং তা অনলাইনের মাধ্যমে সরাসরি প্রকাশ করা হয়। এছাড়া এসএমএস এর মাধ্যমেও সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল অভিভাবক ও ছাত্র/ছাত্রীরা সংগ্রহ করতে পারছে;

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক নিয়োগসহ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অন্যান্য নিয়োগের ক্ষেত্রে মোবাইল এসএমএস ও অনলাইন সার্ভিসের মাধ্যেমে দরখাস্ত গ্রহণ করা হয় এবং সকল দরখাস্থকারীর প্রবেশপত্রসহ পরীক্ষার সময়সূচি অবগত করানো মোবাইল এসএমএসের মাধ্যমে হয়ে থাকে;

সারাদেশের ৬১টি জেলায় শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা কার্যক্রম অনলাইন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও জেলা পর্যায়ে সরাসরি প্রশ্নপত্র প্রিন্ট এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হচ্ছে। এর ফলে অতি স্বল্প সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে ও অধিক স্বচ্ছতার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রম সমাধা করা হয়েছে;

দেশের সকল উপজেলায় ই-মনিটরিং প্রোগ্রাম চলমান রয়েছে। এর মাধ্যমে উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণ বিদ্যালয়ে গমনপূর্বক যেকোন স্মার্ট ডিভাইস ব্যবহার করে উক্ত বিদ্যালয়ের পরিদর্শন তথ্য ডিপিই সার্ভারে সরাসরি আপলোড করতে পারবে। এ কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে সারাদেশে চালু করা হচ্ছে।

(জ) প্রকিউরমেন্ট বিভাগঃ

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের অধীন প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রমে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর বিধান অনুসরণপূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়;
- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের আওতাধীন এবং পিইডিপি-৪ এর সংস্থান মোতাবেক যাবতীয় প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম এ বিভাগের আওতায় সম্পাদন করা হয়ে থাকে;
- বিভিন্ন লাইন ডিভিশন হতে প্রাপ্ত প্রকিউরমেন্ট চাহিদা অনুযায়ী পণ্য, কার্য ও সেবা প্রকিউর করা হয়;
- বর্তমানে ইজিপি-এর মাধ্যমে অধিকাংশ ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হয়।

৩.০ এক নজরে প্রকল্প/কর্মসূচির কার্যক্রমঃ

৩.১ চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪):

কর্মসূচির নাম : চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪)

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২৩।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রকল্প ব্যয় : ৩৮,৩৯৭১৬.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি: ২৫৫৯১৫৭.০০, পিএ: ১২৮০৫৫৯.০০)।

প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ।

অর্থায়ন : বাংলাদেশ সরকার ও ৮টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা।

মোট কম্পোনেন্ট : ৩টি।

সাব-কম্পোনেন্ট : ২১টি।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আরএওপি অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ ছিল ১৩৯১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১২৭৭ কোটি ৬ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা।

৩.২ রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (ROSC) ফেইজ-২ প্রকল্প

বাংলাদেশের দরিদ্র এবং অনগ্রসর পরিবারের অনেক শিশু, অর্থের অভাবে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়। আবার অনেক শিশু প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপনের আগেই বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়ে। কখনও বিদ্যালয়ে যায়নি বা ভর্তি হওয়ার পর বিভিন্ন কারণে ঝরে পড়েছে এরকম ৮ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে রস্ক প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হয়। রস্ক প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত শিক্ষা কেন্দ্রের নাম আনন্দ স্কুল। প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

১. **প্রকল্পের নাম ঃ** রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) ফেইজ-২ প্রকল্প
২. **বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ** প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
৩. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ** প্রাথমিক শিক্ষা পরিষেবা পর্যাপ্ত নয় এমন সব নির্বাচিত এলাকার বিদ্যালয়-বহির্ভূত শিশুদের জন্য সমতাভিত্তিক অভিগম্যতা সৃষ্টি, তাদের ধরে রাখা এবং শিক্ষাচক্র সমাপন ব্যবস্থার উন্নয়ন করাই হচ্ছে প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য।
৪. **প্রকল্পভুক্ত এলাকা ঃ** গ্রামীন পর্যায়ে ৫২টি জেলার ১৪৮টি উপজেলা। তবে ২০১৯ সালে ৫৮টি উপজেলায় রস্ক প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান আছে।
৫. **প্রকল্পের সময়কাল ঃ** রস্ক ১ম পর্যায় প্রকল্পে মেয়াদ ২০০৫ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত
রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত।

৬. **প্রকল্পের টার্গেট গ্রুপ (মূল সুবিধাভোগী) ঃ** ২১,৩৬১টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৭,২০,০০০ বিদ্যালয়-বহির্ভূত শিশুর শিক্ষা লাভের দ্বিতীয় সুযোগ (Second Chance) সৃষ্টি করা হয়েছে।

৭. **প্রকল্পের আর্থিক বরাদ্দ ঃ**

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকা পরিমান (মিলিয়ন ডলার)	জনু ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় (মিলিয়ন ডলার)	অব্যয়িত	মন্তব্য
০১	বিশ্বব্যাংকের মূল চুক্তি অনুযায়ী বরাদ্দ	১৩০.০০	১১৪.৪৮	১৫.৫২	
০২	বিশ্বব্যাংকের সাথে চুক্তি অনুযায়ী অতিরিক্ত বরাদ্দ	২৫.০০	০০	২৫.০০	মায়ানমার থেকে জোর পূর্বক বাস্তুচ্যুত কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন অংশে রোহিঙ্গা শরনার্থী আশ্রয় গ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ স্থানীয় অধিবাসীদের আর্থ সামাজিক সহায়তা ও আশ্রিত শিশুদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান
০৩	বাংলাদেশ সরকারের সহায়তা	৭.০০	৫.৫০	১.৫	
		১৬২.০০	১১৯.৯৮	৪২.০২	

৮. **গ্রামীন পর্যায়ে প্রকল্পের আওতাভুক্ত ২০১৯ শিক্ষাবর্ষে চলমান আনন্দ স্কুল ও শিক্ষার্থী সংখ্যা ঃ**

ক্রঃ নং	শ্রেণি	আনন্দ স্কুলের সংখ্যা	শিক্ষার্থী সংখ্যা
০২	৫ম শ্রেণি	১৯১৬	৩৬৮৭২

৮.১. গ্রামীন পর্যায়ের আনন্দ স্কুলের বৈশিষ্ট্য/পরিচিতি ঃ

ক) স্কুলে ভর্তির সময়ে শিক্ষার্থীর বয়স ৮-১৪;

খ) যে সব শিশু কোন দিন বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি, বা পূর্বে বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষালাভ করেনি;
গ) প্রতিটি নতুন আনন্দ স্কুলে ০৫-৩৫ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে;
ঘ) একটি আনন্দ স্কুলে ১ জন শিক্ষক;
ঙ) একটি ঘর বা ক্লাশরুম;
চ) জাতীয় পাঠ্যক্রম (এনসিটিবি) প্রণীত বই পড়ানো হয়;
ছ) দৈনিক কমপক্ষে ২$^{১}/_{২}$ থেকে ৩ ঘন্টা ক্লাস পরিচালনা;
জ) সপ্তাহে ৬ দিন স্কুলে ক্লাস হয়।

৮.২. গ্রামীন পর্যায়ে আনন্দ স্কুলে প্রাপ্ত সুবিধাদি বহাল রাখার শর্তসমূহ ঃ

- ৫ম শ্রেণিতে কমপক্ষে ১৫ জন শিক্ষার্থী থাকতে হবে।
- ৫ম শ্রেণিতে ৫-১৪ জন হলে শিক্ষক আনুপাতিক হারে বেতন পাবেন।
- প্রতি সেমিষ্টারে (জানু-জুন, জুলাই-ডিসেম্বর) ক্লাসে প্রতি শিক্ষার্থীকে গড়ে ৮০% ভাগ উপস্থিত থাকতে হবে।
- সকল পরীক্ষায় পাশ নম্বর পেতে হবে।

৯. নগরবস্তি আনন্দস্কুল কার্যক্রমঃ

প্রকল্পের আওতায় ১০টি সিটি কর্পোরেশনে আরবান স্লাম আনন্দ স্কুল কার্যক্রম চলমান আছে। এ শিক্ষা কার্যক্রমে এক্সিলারেটেড মডেলে তিন বছর মেয়াদের প্রাথমিক শিক্ষা কোর্স প্রদান করা হয়। ১০টি সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ৩২৫টি কম্পাউন্ডে ১৫১৮টি এলসিতে মোট ৪০,১০০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। এ স্কুলের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপঃ

- কম্পাউন্ড এপ্রোচ;
- একটি কম্পাউন্ডে ৪টি হতে ৮টি টি শিখনকেন্দ্র (কম বেশি হতে পারে);
- শিক্ষক ৩ থেকে ৫ জন (কম বেশি হতে পারে) এক জন শিক্ষক চাইল্ড ক্লাব ফ্যামিলিটেটর;
- শিক্ষার্থী ১০০ থেকে ২০০ জন (কম বেশি হতে পারে);
- সহপাঠক্রমিক শিক্ষার জন্য চাইল্ড ক্লাবের সুযোগ;
- প্রতিদিন ৩ ঘন্টা ক্লাস পরিচালনা করা;
- শিক্ষার্থীদের সুবিধা অনুযায়ী দুই শিফ্টে ক্লাস পরিচালনা করা এবং সর্ব নিম্ন প্রান্তিক ব্যয়ের নিশ্চয়তা;
- সপ্তাহের পাঁচদিন স্কুল পরিচালনা করা;
- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার;
- স্থানীয় এলাকাবাসী কর্তৃক আনন্দ স্কুল কম্পাউন্ড প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা;
- প্রতিটি স্কুল কম্পাউণ্ডে ২টি এলসি একটি কক্ষে (সকালে একটি এবং বিকেলে একটি হিসেবে) কার্যক্রম পরিচালিত হয় বিধায় ৩টি হতে ৫টি কক্ষ রয়েছে। যার মধ্যে একটি চাইল্ড ক্লাব রয়েছে।

১০. প্রি-ভোকেশনাল স্কিলস প্রশিক্ষণ কর্মসূচিঃ

রস্ক ১ম পর্যায়ের ৯০টি উপজেলায় ২৫,০০০ শিক্ষার্থীকে প্রি-ভোকেশনাল দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২২টি ট্রেডের মধ্যে মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, টেইলরিং এন্ড ড্রেস মেকিং, টিভি সার্ভিসিং, ইলেকট্রিক হাউজ ওয়ারিং, বিউটিকেয়ার, রেফ্রিজারেটর এবং এয়ার কন্ডিশনিং, মটরসাইকেল মেরামত, পেট্রল এবং ডিজেল ইঞ্জিন মেকানিক্স, হ্যান্ডএমব্রয়ডারী, পাওয়ার টিলার এন্ড পাম্প মেশিন অপারেটর, ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্যুয়িং মেশিন অপারেটর, ব্লক বাটিক এন্ড স্কিন প্রিন্টিং ট্রেডে **১৬,৫০০ জন** শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ৮,১২৫ জন প্রশিক্ষণার্থীর কর্মসংস্থান হয়েছে। ২০১৯-২০২০ সালে কক্সবাজার জেলার ০৮টি উপজেলা ও বান্দরবন জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় ৮৫০০ জনকে প্রি-ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

১১. গ্রামীন পর্যায়ে প্রকল্পের অর্জন (৫ম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী এবং উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের তথ্য) ঃ

সমাপনী পরীক্ষার সাল	ডিআরকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা	পাসকৃত শিক্ষার্থী	শতকরা হার	মন্তব্য

২০০৯	১৫,৬৫৯	৬,৮০৫	৪৩.৪৬%	
২০১০	৭৬,৬৪৯	৩৭,৩০৮	৪৮.৭০%	২৬ জন বৃত্তিপ্রাপ্ত
২০১১	২৮,৪৫৯	২০,৮৮০	৭৩.৪০%	১২২ জন বৃত্তিপ্রাপ্ত
২০১২	৪০,৩৬৭	৩৩,২১৮	৮২.৩০%	৮৯ জন জিপিএ ৫ প্রাপ্ত
২০১৪	৩০,১৯২	২১,৬৬০	৮৭.৫০%	৯৩ জন জিপিএ ৫ প্রাপ্ত
২০১৫	৩০,৭৫৯	২৪,১০৩	৯১.৮৫%	১৩৭ জন জিপিএ ৫ প্রাপ্ত
২০১৭	৩১,৫৮১	২৪৫৬৯	৭৭.৮০%	৬২ জন জিপিএ ৫ প্রাপ্ত
২০১৮	৭২,৩৩৩	৬০৪৭৬	৮৩.৬১%	৫০৫ জন জিপিএ ৫ প্রাপ্ত
মোট=	৩,২৫,৯৯৯	২,২৯,০১৯		

৩.৩ দারিদ্রপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্প:

পটভূমি: বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি তাদের ইমারজেন্সী প্রোগ্রামের আওতায় ২০০১ সালে যশোর জেলায় অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম চালু করে। পরবর্তীতে যশোর জেলার অভিজ্ঞতা ইতিবাচক হওয়ায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচিকে তাদের নিয়মিত কান্ট্রি প্রোগ্রামের অন্তর্ভূক্ত করে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি'র তত্ত্বাবধানে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের পরামর্শক দ্বারা সম্পাদিত সমীক্ষা পর্যালোচনায় দেখা গেছে যেসকল উপজেলাতে ফিডিং কর্মসুচি চালু ছিল, সে সকল উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার্থী ভর্তির হার, উপস্থিতির হার, প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপনীর হার, নন ফিডিং উপজেলার তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে বেশী ছিল। এ ছাড়া ফিডিং উপজেলায় ড্রপ আউটের হারও নন ফিডিং উপজেলার তুলনায় কম ছিল।

প্রাথমিক শিক্ষাকে সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার বুনিয়াদ হিসেবে বিবেচনা করে বিভিন্ন ধরণের উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন হচ্ছে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি পরিচালিত সমীক্ষা বিবেচনায় নিয়ে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রথমবারের মত অপেক্ষাকৃত দারিদ্র পীড়িত উপজেলাকে অগ্রাধিকার দিয়ে স্কুল ফিডিং প্রকল্প গ্রহণ করে এবং জুলাই ২০১০ সাল থেকে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি এ প্রকল্পে একদিকে যেমন কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করছে, অন্যদিকে তেমনি একই প্রকল্পের অধীনে নিজস্ব অর্থায়নে ফিডিং কর্মসূচিও বাস্তবায়ন করে চলেছে।

প্রকল্পের শুরু থেকেই বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী অংশে বাস্তবায়িত হলেও সরকারি অংশে নভেম্বর ২০১১ সালে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া উপজেলায় ৫৬,৬৩৫ জন শিক্ষার্থী নিয়ে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হয়। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ৩য় সংশোধনীর জন্য ২০ জুন ২০১৭ তারিখে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৬ জুলাই ২০১৭ তারিখে ৩য় সংশোধনী অনুমোদনের অফিস আদেশ প্রদান করা হয়। ৩য় সংশোধনী অনুমোদিত হওয়ায় দেশের দারিদ্র প্রবণ ১০৪টি (জিওবি অংশে ৯৩ ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী'র অংশে ১১টি) উপজেলায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১. প্রকল্পের লক্ষ্য/উদ্দেশ্য:

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী দরিদ্র শিশুদের ভর্তি হার বৃদ্ধিকরণ
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত উপস্থিতির হার বৃদ্ধিকরণ
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার প্রবণতা রোধকরণ
- প্রাথমিক শিক্ষা চক্রের সমাপ্তির হার বৃদ্ধিকরণ
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা
- প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন

২. প্রকল্পভুক্ত বিদ্যালয়ের ধরণ:

- প্রকল্পভূক্ত উপজেলার সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (নতুন জাতীয়করণগহ);
- প্রকল্প এলাকার ১৫০০ বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ও চালুকৃত বিদ্যালয়;
- প্রকল্পভূক্ত শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়;

- প্রকল্প এলাকার স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা;

৩. উপজেলা প্রকল্পভুক্তকরণের বৈশিষ্ট্য:

বিশ্ব ব্যাংক, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী ও বাংলাদেশ ব্যুরো স্টাটিসটিক্স কর্তৃক যৌথভাবে প্রণীত দারিদ্র মানচিত্র (Poverty Map) অনুযায়ী দারিদ্র প্রবণ উপজেলাসমূহ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪. দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্পটি জুলাই ২০১০ সাল হতে শুরু হয়ে অদ্যাবধি চলমান আছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পটি ৩ বারের জন্য সংশোধন করা হয়েছে। ৩য় সংশোধনে সরকারি অংশে প্রকল্পের কর্মএলাকা সম্প্রসারিত হয়েছে। সংশোধনীর বিবরণ নিম্নরুপ:

৩য় সংশোধিত ডিপিপি:

২০১৭ সনের ০১ জুলাই হতে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর অংশে ২২ টি উপজেলা এবং জিওবি অংশে ৮২টি উপজেলার সংস্থানের প্রস্তাব করা হয়েছে। ২০১৮ সনের ০১ জানুয়ারি বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী অংশের ৩টি উপজেলা জিওবি অংশে হস্তান্তরিত হবে ফলে, জিওবি অংশে মোট উপজেলার সংখ্যা হবে ৮৫টি এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর অংশে ১৯টি। ২০১৮ সনের ০১ জুলাই থেকে আরো ৯টি উপজেলা জিওবি অংশে হস্তান্তরিত হবে। সেক্ষেত্রে ২০১৮ সনের ০১ জুলাই থেকে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর অংশে ১০ টি উপজেলা এবং জিওবি অংশে ৯৪টি উপজেলার সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রাক্কলিত ব্যয়: মোট: ৪৯৯১৯৭.২৯ (জিওবি: ৩৭৩৭০৬.৮২, প্রকল্প সাহায্য: ১২৫৪৯০.৪৭) মেয়াদ: জুলাই ২০১০-ডিসেম্বর ২০২০।

৫. প্রকল্পভুক্ত বিদ্যালয় ও সুবিধাভোগী শিক্ষার্থী সংখ্যার বিস্তারিত বিবরণ :

প্রকল্পভূক্ত এলাকার সুবিধাভোগী মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা মোট: ৩১.৬২ লক্ষ (জিওবি: ২৬.৭১ লক্ষ, ডব্লিউএফপি: ৪.৯ লক্ষ) এবং বিদ্যালয়ের সংখ্যা মোট: ১৫,৭৮৮টি (জিওবি: ১২,৩৫৬ ও ডব্লিউএফপি: ৩,৪৩২)

০১ জানুয়ারি ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত কর্ম-এলাকা ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবরণ:

- কর্ম এলাকা: মোট: ১০৪ উপজেলা (জিওবি: ৮৫ উপজেলা, ডব্লিউএফপি: ২৯ উপজেলা)
- শিক্ষার্থীর সংখ্যা: মোট: ৩১.৪২ লক্ষ (জিওবি: ২৮.২৩ লক্ষ, ডব্লিউএফপি: ৩.১৯ লক্ষ)
- বিদ্যালয় সংখ্যা: মোট: ১৫,২৯৬টি (জিওবি: ১২,৯৫২ ও ডব্লিউএফপি: ২,৩৪৪)
- অর্থের উৎস: বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP)

৬. স্কুল ফিডিং প্রকল্প বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা:

(ক) প্রকল্প স্কুল ফিডিং কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্পভূক্ত উপজেলার সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (নতুন জাতীয়করণসহ), শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা এবং এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত প্রত্যেক শিক্ষার্থীদেরকে দৈনন্দিন উপস্থিতির ভিত্তিতে প্রতি স্কুল দিবসে ৭৫ গ্রাম ওজন বিশিষ্ট এক প্যাকেট করে উচ্চ পুষ্টিমান সমৃদ্ধ বিস্কুট সরবরাহ করা হয়। বিস্কুটের একঘেয়েমি দুর করার জন্য এক মাস অন্তর অন্তর ভ্যানিলা ফ্লেভার ও স্কিম্ড মিল্কসহ উচ্চ পুষ্টিমানসমৃদ্ধ বিস্কুট বিদ্যালয় পর্যায়ে সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া বিশ্ব খাদ্য কমসূচীর অর্থায়নে পরিচালিত সর্বমোট ৯৪টি বিদ্যালয়ের ১৫,০৯৭ জন শিক্ষার্থীর মাঝে পাইলট ভিত্তিতে রান্না করা খাবার (মিড ডে মিল) পরিবেশন করা হচ্ছে (বরগুনা জেলাধীন বামনা উপজেলার সকল ইউনিয়নের ৬৭টি বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৯,৬৬০ জন এবং জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলার দুটি ইউনিয়নের ২৭টি বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫,৪৩৭ জন)।

(খ) প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির বিবরণ (৩য় সংশোধনি অনুয়ায়ী):

বিবরণ	পরিমাণ লক্ষ টাকায়		
	জিওবি	ডিপিএ	মোট
মোট বরাদ্দ (৩য় সংশোধিত প্রকল্প দলিল অনুযায়ী)	৩৭৩৭০৬.৮২	১২৫৪৯০.৪৭	৪৯৯১৯৭.২৯

ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত)	২৩৯৩২২.১০	১১৬০১৫.৬৮	৩৫৫৩৩৭.৭৮
অব্যয়িত অর্থ	১৩৪৩৮৪.৭২	৯৪৭৪.৭৯	১৪৩৮৫৯.৫১
ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের শতকরা হার	৬৪.০৪%	৯২.৪৪%	৭১.১৮%

** চলতি ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক অগ্রগতি ১.৩২% (২০১৮-২০১৯ পর্যন্ত)।*

(গ) বছর ভিত্তিক প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (লক্ষ টাকায়):

অর্থবছর	বরাদ্দ			ব্যয়			
	জিওবি	ডিপিএ	মোট	জিওবি	ডিপিএ	মোট	ব্যয়ের শতকরা হার
২০১০-১১	৫০.০০	৯০৪০.০০	৯০৯০.০০	৬.৮৬	৮৮৯০.০০	৮৮৯৬.৮৬	৯৭.৮৮%
২০১১-১২	১০৪০০.০০	১৩৫৫০.০০	২৩৯৫০.০০	৯৮৭৬.৫৫	১৩৫৫০.০০	২৩৪২৬.৫৫	৯৭.৮১%
২০১২-১৩	২২৯০০.০০	২০১০০.০০	৪৩০০০.০০	২২৮৭৩.৮৬	২০০৯৯.১৭	৪২৯৭৩.০৩	৯৯.৯৪%
২০১৩-১৪	২৮০০০.০০	১৮৩০০.০০	৪৬৩০০.০০	২৭৯৬৫.৬৪	১৮২৯৯.২৭	৪৬২৬৪.৯১	৯৯.৯২%
২০১৪-১৫	২৭০০০.০০	১৪৮৮০.০০	৪১৮৮০.০০	২৬৯০১.৬০	১৪৮৭৮.৩২	৪১৭৭৯.৯২	৯৯.৭৬%
২০১৫-১৬	৩৬১৬৬.০০	১২০০০.০০	৪৮১৬৬.০০	৩৬০৭২.৬৫	১১৯৯৮.৫৭	৪৮০৭১.২২	৯৯.৮০%
২০১৬-১৭	৪১৮৩০.০০	১২১৮০.০০	৫৪০১০.০০	৩৬২৯৬.১৬	১২১৭০.৬৩	৪৮৪৬৬.৯৭	৮৯.৭৪%
২০১৭-১৮	৩৯০০০.০০	৯৪১৮.০০	৪৮৪১৮.০০	৩৭১৪০.৫১	৯৪১৬.১১	৪৬৫৫৬.৬২	৯৬.১৬%
২০১৮-১৯	৪৫৬০০.০০	৬২১০.০০	৫১৮১০.০০	৪২০৬৭.৪৭	৬২০৮.২৭	৪৮২৭৫.৭৪	৯৩.১৮%

৭. প্রকল্প কার্যক্রম মনিটরিং ও মূল্যায়নঃ

প্রকল্প পর্যায়ে স্কুল ফিডিং কার্যক্রমে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করাসহ ইতোপূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি এবং ইআরডি'র সাথে যৌথ মনিটরিং অব্যাহত রয়েছে। স্কুল ফিডিং কর্মসূচি বাস্তবায়নে বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) নির্বাচন, বিস্কুট ফ্যাক্টরী নির্বাচন, বিস্কুটের মান যাচাই করার জন্য Quality Control Agency নির্বাচন, মনিটরিং, প্রশিক্ষণগহ অন্যান্য কাজে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) সহায়তা প্রদান করছে। এছাড়াও নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম নিম্নোক্তভাবে হয়ে থাকে:

- অধিদপ্তর/প্রকল্প অফিস/বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি যৌথভাবে পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটর করে থাকে।
- প্রকল্প অফিস পৃথকভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটর করে।
- ডব্লিউএফপি পৃথকভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটর করে।
- জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটর করেন।
- সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটর করেন।
- সংশ্লিষ্ট এনজিও'র ফিল্ড মনিটর কর্তৃক প্রকল্প এলাকার প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিমাসে দুইবার নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করা হয়।
- প্রকল্প এলাকায় নিয়োজিত প্রতিটি এনজিও প্রতিমাসে মনিটরিং প্রতিবেদন প্রকল্প কার্যালয়/বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী/জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার/উপজেলা শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রেরণ করে থাকে।
- বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় প্রতি বছর পূর্ববর্তী বছরের কার্যক্রম মূল্যায়ন ও চলমান বছরের কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে প্রোগ্রাম রিভিউ ওয়ার্কশপ করা হয়।
- ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক/বার্ষিক ভিত্তিতে প্রকল্প কার্যক্রমে মনিটরিং প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়।
- প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রকল্প এলাকার বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষক/এসএমসি সদস্য/স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা করা হয়।
- এছাড়াও প্রকল্প কার্যালয় থেকে নিয়মিতভাবে সরাগরি প্রধান শিক্ষকবৃন্দের সাথে টেলিফোনে কথা বলেও প্রকল্প কার্যক্রম মনিটর করা হয়।

৮. প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে গৃহীত অর্জনঃ

- শিক্ষার্থী ভর্তি শতভাগ নিশ্চিত হয়েছে।
- উপস্থিতির হার পূর্বের তুলনায় গড়ে ৫% থেকে ১৩% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার প্রবণতা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

- শিক্ষার্থীদের শারীরিক অবস্থার অনুকূল পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়েছে।
- শিক্ষার গুণগতমানে অনুকূল পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।
- ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে আইএমইডি'র নিবিড় পরিবীক্ষন (In-depth Monitoring) প্রতিবেদনে সারাদেশে পর্যায়ক্রমিকভাবে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।
- শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৯, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬ এবং ২০১৭ সালে বাংলাদেশের শিশুরা আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃত হয়েছে।

৩.৪ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (৩য় পর্যায়):

১। প্রকল্পের নাম : প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প (৩য় পর্যায়)
২। প্রকল্প এলাকা : সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসহ সমগ্র বাংলাদেশ
৩। প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৯
৪। প্রকল্পের ব্যয় : ৬৯২৩,০৫.৫৪ লক্ষ টাকা
৫। অর্থায়নের উৎস : সম্পূর্ণ জিওবি
৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুদের ভর্তির হার বৃদ্ধি;
(খ) ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধি,
(গ) ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ ও প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তি হার বৃদ্ধি;
(ঘ) প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের ক্ষেত্রে সমতা আনয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন;
(ঙ) নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ;
(চ) প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন এবং
(ছ) সামাজিক নিরাপত্তা জোরদারকরণ।

৭। উপবৃত্তি প্রাপ্তির মাসিক হার:

প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি:	সকল শিক্ষার্থী মাসিক ৫০/-
প্রথম শ্রেণি-পঞ্চম শ্রেণি	পরিবারে ০১ জন শিক্ষার্থী থাকলে মাসিক ১০০/- পরিবারে ০২ জন শিক্ষার্থী থাকলে মাসিক ২০০/- পরিবারে ০৩ জন শিক্ষার্থী থাকলে মাসিক ২৫০/- পরিবারে ০৪ জন শিক্ষার্থী থাকলে মাসিক ৩০০/-
ষষ্ঠ শ্রেণি-অষ্টম শ্রেণি	পরিবারে ০১ জন শিক্ষার্থী থাকলে মাসিক ১২৫/- পরিবারে ০২ জন শিক্ষার্থী থাকলে মাসিক ২৫০/- পরিবারে ০৩ জন শিক্ষার্থী থাকলে মাসিক ৩৫০/- পরিবারে ০৪ জন শিক্ষার্থী থাকলে মাসিক ৪০০/-

৮। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ:
(১) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
(২) সরকার কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা
(৩) মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক স্তর
(৪) হাই মাদ্রাসা সংযুক্ত স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা
(৫) শিশু কল্যান ট্রাস্ট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়
(৬) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালুকৃত ৬ষঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী।
** পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত/নিয়ন্ত্রিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সরকার কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা।

৯। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অর্থ বরাদ্দ
(ক) ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীর লক্ষ মাত্রা ১ কোটি ৪০ লক্ষ
(খ) ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ১৫৫০,০০.০০ লক্ষ টাকা
(গ) ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ১ম থেকে ৪র্থ কিস্তির (জুলাই'১৮-জুন'১৯) অর্থ বিতরন সমাপ্ত হয়েছে। মোট ১৫৪০০৫.৮৩/- লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। অগ্রগতি ৯৯.৩৫%।

১০। প্রকল্পের কার্যক্রম:

প্রকল্পের আওতায় সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসহ সমগ্র বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের মধ্যে তাদের অভিভাবকদের (সুবিধাভোগী) মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। মূলত: মায়েদের মোবাইল এ্যাকান্টে এই টাকা প্রেরণ করা হয়। উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন ও

সমন্বয়ের জন্য নির্ধারিত ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বিভাগীয় উপপরিচালক (প্রাথমিক শিক্ষা), জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, মনিটরিং অফিসার (উপবৃত্তি), উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক এবং স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি (এসএমসি)-কে পরিপত্রের নির্দেশাবলি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হয়।

১১। প্রকল্পের বিশেষ কার্যক্রম:

ক) **সমগ্র বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ:** সমগ্র বাংলাদেশ মোট ১১ টি ভেন্যুতে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, বিভাগীয় উপপরিচালক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, মনিটরিং অফিসার, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, কম্পিউটার অপারেটর, প্রধান শিক্ষক এবং সুবিধাভোগী অভিভাবকগণসহ সর্ব মোট ২৪৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত প্রশিক্ষণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণলায়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং প্রকল্প কার্যালয় এর উর্ধতন কর্মকর্তাগণসহ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাননীয় সচিব প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক মহোদয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সভায় উপস্থিত ছিলেন।

খ) **বিদেশ ভ্রমণ:** সম্পতি প্রাথমিক শিক্ষাকে আরোও গতিশীল করার লক্ষ্যে ১৫ সদস্যের একটি টিম নেদারল্যান্ড, ফিনল্যান্ড এবং সুইডেন ভ্রমন করেন। উক্ত সফরে সচিব প্রাথমিক ও গণশিক্ষ মন্ত্রণালয়, মহাপরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প-৩য় পর্যায় এবং রুপালী ব্যাংক এর উর্ধতন কর্মকর্তাতগণ অংশ গ্রহন করেন।

গ) **ডকু-ড্রামা প্রদর্শন:** প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প-৩য় পর্যায় এর জন্য একটি ডকু-ড্রামা তৈরী করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ টিলিভিশনসহ বিভিন্ন চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছে।

ঘ) **ডিপিপি প্রনয়ণ:** প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প-৪র্থ পর্যায় এর জন্য ডিপিপি পণয়ন সম্পন্ন করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত উক্ত ডিপিপি-তে উপবৃত্তির পরিমাণ দ্বিগুণ, প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ (স্কুল ব্যাগ, জুতা, স্কুল ড্রেস) এর জন্য ছাত্র প্রতি ২০০০/- টাকা প্রদান করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩.৫ চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)

২০১৮-১৯ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়:

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ = ১২৮১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা
২০১৮-১৯ অর্থ বছরে জুলাই-জুন পর্যন্ত ব্যয় = ১২৭৪ কোটি ৮৭ লক্ষ ০৭ হাজার টাকা।

* এ পর্যন্ত ০৪টি স্টিয়ারিং কমিটির সভায় ভবন ও ওয়াশব্লক নির্মাণের জন্য মোট অনুমোদিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা = ৮৩৮৮ টি।
* বাস্তবায়নযোগ্য মোট কক্ষ সংখ্যা = ৭,৭৫৪ টি বিদ্যালয়ে ৩৫,৬৬৩টি কক্ষ।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED) কর্তৃক বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষ নির্মাণ:

ক) দরপত্র আহ্বান	৫,৮৩২ টি বিদালয়	২৫,৫৩৯ টি শ্রেণি কক্ষ
খ) কার্যাদেশ প্রদান	৩,৮৫০ টি বিদ্যালয়	১৬,৯৯১ টি শ্রেণি কক্ষ
গ) প্ল্যান ডিজাইন ও প্রাক্কলন চলমান	১,৭০৯ টি বিদ্যালয়	
ঘ) এ পর্যন্ত সমাপ্ত (১০০%)	১৩২৫ টি বিদ্যালয়	৫৫১৯ টি শ্রেণিকক্ষ।
ঙ) এ পর্যন্ত সমাপ্ত (৬০-৯৯%)	৯০৮ টি বিদ্যালয়	৩,৯৪১ টি শ্রেণিকক্ষ।
চ) এ পর্যন্ত সমাপ্ত (৩০-৫৯%)	৭০১ টি বিদ্যালয়	
ছ) এ পর্যন্ত সমাপ্ত (০-২৯%)	৯১৬ টি বিদ্যালয়	

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE) কর্তৃক ওয়াশব্লক নির্মাণ:

ক) প্রাক্কলন অনুমোদন	৩২৫০টি
খ) দরপত্র আহ্বান	৩১৪৮টি
গ) চুক্তি সম্পাদন	২৭৫০টি
ঘ) কাজ চলমান	৪১৪ টি

৬) কাজ সমাপ্ত ৮১০টি বিদ্যালয়ে ১৬২০ টি ইউনিট

৩.৬ চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়):

প্রকল্পের নাম : চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)

প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০২২।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (সহযোগী সংস্থা এলজিইডি ও ডিপিএইচই)।

প্রকল্প ব্যয় : ৫৭৪০.৫৯৪৫ কোটি টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়ন)।

প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু হয়। ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ২৫,০০০ টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, ২৩,০০০টি শ্রেণিকক্ষে ও ২,০০০টি শিক্ষককক্ষে আসবাবপত্র সরবরাহ এবং ৫,০০০টি ওয়াশব্লক ও ডিপ টিউবয়েল নির্মাণ করা হবে। ইতোমধ্যে ভৌত কাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৬,৬৪০টি নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তালিকা অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১২৬৭৬১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১২৩৮৭৩.৪৩ লক্ষ¨ টাকা। আর্থিক অগ্রগতির হার ৯৭.৭২% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৯.০২%। মাঠ পর্যায়ে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩.৭ পিটিআইবিহীন ১২টি জেলায় নতুন পিটিআই স্থাপন প্রকল্প:

১। প্রকল্পের নাম ঃ ঝালকাঠি, শরীয়তপুর, নারায়নগঞ্জ, লালমনিরহাট, গোপালগঞ্জ, ঢাকা, শেরপুর, নড়াইল, মেহেরপুর, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাজবাড়ী জেলায় পিটিআই স্থাপন প্রকল্প।

২। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত নাম ঃ পিটিআইবিহীন ১২টি জেলা সদরে পিটিআই স্থাপন প্রকল্প।

৩। মন্ত্রণালয় ঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

৪। প্রকল্প এলাকা ঃ ঢাকা বিভাগঃ (১) ঢাকা (২) নারায়নগঞ্জ (৩) গোপালগঞ্জ (৪) শেরপুর (৫) শরীয়তপুর (৬) রাজবাড়ী জেলা ।
চট্টগ্রাম বিভাগ ঃ (১) বান্দরবান ও (২) খাগড়াছড়ি জেলা।
খুলনা বিভাগ ঃ (১) নড়াইল; (২) মেহেরপুর জেলা ।
বরিশাল বিভাগ ঃ (১) ঝালকাঠি জেলা। রংপুর বিভাগ ঃ (১) লালমনিরহাট জেলা।

৫। প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ (ডিপিপি)।
ঃ জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০১৫ (১ম আরডিপিপি)
ঃ জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০১৭ (২য় আরডিপিপি)
ঃ ৩০জুন ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে ১ম বার সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
ঃ ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে ২য় বার সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৬। প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা) ঃ ডিপিপি অনুমোদিত ব্যয়- ২৪,৮০৮.০০ লক্ষ টাকা
ঃ ১ম আরডিপিপি ব্যয়- ২৫৮৭৪.৪১ লক্ষ টাকা
ঃ ২য় আরডিপিপি ব্যয়- ২৬৯৪৪.৭৬ লক্ষ টাকা

৭। অর্থায়নের উৎস ঃ বাংলাদেশ সরকার (জিওবি ঃ ২৬৯৪৪.৭৬ লক্ষ টাকা)। প্রকল্প সাহায্য ঃ নাই

৮। প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য ঃ ১২টি জেলা সদরে পিটিআই স্থাপনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন এবং বছরে ১,৫৮৪ জন শিক্ষককে সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ প্রদান।

৯। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ = ৮ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা।

১০। ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ঃ জুন' ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় = ২৪১ কোটি ৪৬ লক্ষ ১২ হাজার টাকা।
ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব গড় অগ্রগতি= ভৌত: ১০০%
আর্থিক: ৯৫.৫৩%

	ডিপিপি বরাদ্দ (কোটি টাকায়)		এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয় (কোটি টাকায়)		
		মূল বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ	ব্যয়	সংশোধিত-
২০১০-১১	০.১৩৬৬	০.২৫	০.২৫	০.৪৬	১.৪৬%
২০১১-১২	৪০.৯৪	৮৩.৫৫	৪১.০০	৪০.৯৫	৯৯.৮৮%
২০১২-১৩	৫৭.৮৭	৫০.০০	৫৮.৫০	৫৭.৮৮	৯৮.৯৪%
২০১৩-১৪	৫০.০৪	১০০.০০	৫০.২০	৫০.০৪	১০০%
২০১৪-১৫	৪৪.৮৩	৭৫.০০	৪৫.০০	৪৪.৩৬	৯৮.৫৮%
২০১৫-১৬	৪০.০০	৪০.০০	২৪.৭০	১৭.৬০	৭১.২৬%
২০১৬-১৭	৩৬.২১	৫১.৫১	৩০.০০	১৪.২৪	৬৬.০০%
২০১৭-১৮	২৭.৯৮	২৭.৯৮	২২.৯৮	১৬.৫০	৭১.৮০%
২০১৮-১৯	৮.৩৭	৮.৩৭	৮.৩৭	৫.৩১	৬২.৫৪%

এক নজরে জুন/২০১৯ পর্যন্ত প্যাকেজওয়ারি অগ্রগতির প্রতিবেদন

ক্র:নং	পিটিআই এর নাম	নির্মাণধীন ৫টি প্যাকেজের অগগ্রতি %						
		ক) একাডেমি কাম প্রশাসনিক ভবন খ) সুপার বাস ভবন গ)এক্সপেরিমেন্টাল স্কুল ভবন	পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল ভবন নির্মাণ	আসবাবপত্র সরবরাহ	অভ্যন্তরীন রাস্তা,ড্রেন, চুল্লি,গেইট বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	বৈদ্যুৎতিক সাব- স্টেশন নির্মাণ ও স্থাপন	গড় অগ্রগতি %	মন্তব্য
১.	লালমনিরহাট	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	হস্তান্তর সম্পন্ন
২.	গোপালগঞ্জ	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	হস্তান্তর সম্পন্ন
৩.	ঝালকাঠি	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	হস্তান্তর সম্পন্ন
৪.	রাজবাড়ী	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	হস্তান্তর সম্পন্ন
৫.	মেহেরপুর	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	হস্তান্তর সম্পন্ন
৬.	শরীয়তপুর	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	হস্তান্তর সম্পন্ন
৭.	শেরপুর	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	হস্তান্তর সম্পন্ন
৮.	নারায়ণগঞ্জ	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	হস্তান্তর সম্পন্ন
৯.	নড়াইল	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	হস্তান্তর সম্পন্ন
১০.	খাগড়াছড়ি	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	হস্তান্তর সম্পন্ন
১১.	বান্দরবান	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	হস্তান্তর সম্পন্ন

১২.	ঢাকা	**১০০%**	**১০০%**	**১০০%**	**১০০%**	**১০০%**	**১০০%**	**হস্তান্তর সম্পন্ন**